

লা-তাহযান [হতাশ হবেন না]

বিভাগ/অধ্যায়ঃ লা-তাহযান - অনুচ্ছেদ সূচি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. আয়িদ আল করনী

২১৩. সুদিনে কৃতজ্ঞ থেকে দুর্দিনের জন্য প্রস্তুত থাকুন

আরামে, শান্তিতে ও সুস্থ থাকাকালে প্রায়ই প্রার্থনা করুন। মুমিনের চরিত্র হলো যে, সে শোকরগুজার ও পাকা নিয়তকারী (কৃতজ্ঞ ও স্থির সঙ্কল্প)। সে ধনুক তীর থেকে নিষ্ক্ষেপ করার আগেই ওটাকে ধার দিয়ে নেয় এবং মুসিবতে পড়ার (দুর্দশাগ্রস্ত হবার) আগেই সে আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়। এ বিষয়ে মু'মিনদের বিপরীত হলো ইতর কাফের ও অববেচক (বোকা) মু'মিন।

“আর যখন মানুষকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করে তখন সে বিনীতভাবে বা একনিষ্ঠভাবে তার প্রভুকে ডাকে; অতঃপর যখন তিনি তার পক্ষ থেকে তাকে কোন নেয়ামত দান করেন, তখন সে যে আগে তার নিকট আবেদন করত সে কথা সে ভুলে যায় এবং সে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায়।” (৩৯-সূরা আয যুমারঃ আয়াত-৮)

অতএব, যদি আমরা সত্যিই নিরাপদ থাকতে চাই তবে আল্লাহর নিকট আবেদন (দোয়া) করায় এবং আল্লাহর প্রশংসায় আমাদেরকে অবশ্যই অটল থাকতে হবে। স্বাচ্ছন্দ্যের বা সুখের সময় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য হলো (ইমাম হালীমির মতে): আল্লাহর প্রশংসা করা, তার শোকরিয়া আদায় করা ও তার অগণিত করুণাকে অনুধাবন করা এবং একই সময়ে হেদায়েত ও সাহায্য চাওয়া। আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা চাওয়াও জরুরি। আল্লাহর যে হুক আপনার উপর আছে আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন তা আপনি কিছুতেই পুরাপুরিভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন না (এ কারণেই ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া জরুরি। -অনুবাদক)

নিরুদ্ভিগ্ন ও নিরাপদ অবস্থায় যে ব্যক্তি সে অধিকার সম্বন্ধে অমনোযোগী থাকে সে নিম্নোক্ত আয়াতের মধ্যে উল্লেখিত লোকদের দলে পড়ে-

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

“আর যখন তারা নৌযানে চড়ে তারা আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে খাটি করে তাকে ডাকে, কিন্তু যখনই তিনি তাদেরকে স্থলভাগে উত্তীর্ণ করেন তখনই তারা আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে।” (২৯-সূরা আনকাবুতঃ আয়াত-৬৫)

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7721>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন